প্রথম আলো

তারিখ ..17 SEP 2015...
পৃষ্ঠা ..১০.. কলাম ...১...

সাড়ে আট মাস পার

বই না পাওয়া শিক্ষার্থীদের কী হবে?

শিক্ষাবর্ষের সাড়ে আট মাস পার হলেও কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার তিনটি বিদ্যালয়ের ৭০০ শিক্ষার্থীর হাতে বই না পৌঁছানো অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করি। *প্রথম আলোর* খবর অনুযায়ী, টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, শাহপরীর দ্বীপ হাজি বশির আহমেদ উচ্চবিদ্যালয় ও হ্নীলা উচ্চবিদ্যালয়—এই তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নবম, সপ্তম ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ের বই থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষার্থীদের বই ছাড়াই অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষাও তাদের বই ছাড়াই দিতে হবে কি না, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এই ঘটনা তৃণমূলে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বহীনতার বিষয়টিই সামনে নিয়ে এসেছে। উপজেলায় ২৭টি নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য এ বছর ৪৮ হাজার বই বরাদ্দ করা হলেও চাহিদা ছিল এর অনেক বেশি। শিক্ষকদের দাবি অনুযায়ী গত মার্চ মাসে নতুন আড়াই হাজার বইয়ের চাহিদাপত্র দিলেও ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাননি। এটি দুর্ভাগ্যজনক।

এ ব্যাপারে উপজেলার ভারপ্রাপ্ত মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কিছু জানেন না বলে যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁর মাধ্যমেই বইয়ের চাহিদাপত্র পাঠানোর কথা। আর যেখানে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রশ্ন, সেখানে 'চাহিদাপত্র পাঠানো হয়েছে' কিংবা 'বিষয়টি অবহিত নই'—এগুলো কোনো অজুহাত হতে পারে না। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক এ কারণে যে শুধু ওই তিনটি বিদ্যালয়ের বাইরেও বই না পাওয়ার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে বছরের শুরুতে বই পৌঁছানো শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব। অথচ বছরের সাড়ে আট মাস চলে যাওয়ার পরও কেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চৈতন্যোদয় হলো না?

অবিলম্বে বইবঞ্চিত ৭০০ শিক্ষার্থীর হাতে বই পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক। তাদের ক্ষতি কোনোভাবেই বাড়তে দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে তাদের আলাদা কোচিং করে পাঠ্যক্রম শেষ করতে হবে বার্ষিক পরীক্ষার আগেই। একই সঙ্গে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।